47

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ ॥ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, ভর্তির ফরম জমা নেওয়াকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল (মঙ্গলবার) ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে ৫ জন ছাত্র আহত হয়। গতকাল ছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তির ফরম জমা দেওয়ার শেষ দিন।

গতকাল সকাল হইতে ছাত্ররা ভর্তির ফরম নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ায়। বেলা ১১টার একদল ছাত্র লাইন ছাড়িয়া জোরপূর্বক সামনে গিয়া দাঁড়ায় এবং ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয়। এ সময় কলেজে কর্তব্যরত চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করিতে হিমশিম খাইতে থাকে। কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ছাত্র কাউন্টারের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করিলে দারো-

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

য়ান বাধা দেয়। এ সময় ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পর্যায়ে কর্মচারীরা ১ জন ছাত্রকে একটি কক্ষের ভিতরে নিয়া আটক করিলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। স্বল্পসময়ের মধ্যে ছাত্রলীগের একদল কর্মী আটক ছাত্রকে ছাড়াইয়া নেওয়ার জন্য সেখানে লাঠিশোটা নিয়া হামলা করে। ছাত্রদলের কর্মীরা তাহাদের বাধা দেয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলিতে থাকে। অদূরে কয়েকটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হইলে পুলিশ দ্রুত কলেজে প্রবেশ করিয়া লাঠি-চার্জ করে। উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করিলে পুলিশ বেশ কয়েক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে ৫ জন ছাত্র আহত হইয়াছে।

গতরাত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক জুনাইদ বলেন, গতকাল কলেজে ভর্তির ফরম বিতরণ করার লাইন ধরা নিয়া এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। পরে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে তাঁহার এক বৈঠকে ঘটনাটি নিরসন করা হয় বলিয়া অধ্যক্ষ জানান।